নিদর্শ - ৬

[নিয়ম - ১৩(১) ও - ২৬ দ্রষ্টব্য)]

নির্বাচক তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনপত্র

সম্প্রতি তোলা সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলের পাসপোর্ট-সাইজ (৩.৫ সে. মি. x ৩.৫ সে. মি.) ফোটোগ্রাফ লাগানোর জায়গা

.... বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক সমীপে

মহাশয়/মহাশয়া,

আমি অনুরোধ করছি যে, আমার নাম উল্লিখিত বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক। নির্বাচক তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আমার দাবির সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নীচে দেওয়া হল ঃ

১। আবেদনকারীর বৃত্তান্ত	নাম	পদবি (থাকলে)

বয়স ঃ ১জানুয়ারী .... # তে	বছর ঃ	মাস ঃ	লিঙ্গ (পুং/স্ত্রী) ঃ
জন্ম তারিখ (জানা থাকলে) ঃ	তারিখ ঃ	মাস ঃ	সাল ঃ

জন্মস্থান	গ্রাম/শহর ঃ	
	জেলা ঃ	রাজ্য ঃ

*পিতার/মাতার/স্বামীর নাম	নাম	পদবি (থাকলে)

২। বর্তমানে সাধারণভাবে বাসবাসের স্থানের বিবরণ (পুরো ঠিকানা)							
বাড়ির নং ঃ							
রাস্তা/এলাকা/পাড়া ঃ							
শহর/গ্রাম ঃ							
ডাকঘর ঃ পিন কোড ঃ							
থানা ঃ							
জেলা ঃ							

৩। আবেদনকারীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের নাম ইতিমধ্যেই বর্তমান নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে তাঁদের সম্পর্কে বৃত্তান্ত ঃ

নাম	আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক	নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকার অংশ নং	উক্ত অংশের নামের ক্রমিক নং	নির্বাচকের সচিত্র-পরিচয়পত্রের নং
১)				
২)				

সালটি লিখুন, যেমন - ২০০৭, ২০০৮ ইত্যাদি।

* অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন।

ঘোষণা ঃ

আমি আমার পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে ঃ-

(ক) আমি ভারতের নাগরিক ঃ

(খ) .... (তারিখ, মাস ও বছর) হতে অংশ-২-এ প্রদত্ত ঠিকানায় আমি সাধারণভাবে বসবাস করি;

(গ) অন্য কোন নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমি আবেদন করিনি;

(ঘ) *এই বা অন্য কোনও নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় আমার নাম ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

অথবা

* .... রাজ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় আমি পূর্বে সাধারণভাবে বসবাস করতাম বলে উক্ত রাজ্যের .... বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উক্ত নির্বাচক তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

পুরো ঠিকানা (পূর্বে সাধারণভাবে বসবাসের স্থানের বিবরণ)	নির্বাচকের সচিত্র-পরিচয়পত্র ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে থাকলে তার নম্বর ____________
	প্রদানের তারিখ ____________

স্থান ঃ

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর সই বা টিপসই

দ্রষ্টব্য ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন বিবৃতি দেন বা ঘোষণা করেন যা মিথ্যা, বা যা তিনি মিথ্যা বলে জানেন বা বিশ্বাস করেন, অথবা সত্য বলে বিশ্বাস করেন না, তা হলে তিনি ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা ৩১ মতে দণ্ডনীয় হবেন (১৯৫০ সালের ৪৩ নম্বর)

* অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন।

গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ
(সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিককে পূরণ করতে হবে।)

নির্বাচক তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য শ্রী/শ্রীমতী / কুমারী ....র ৬নং নির্দেশে, প্রদত্ত আবেদনপত্রটি গ্রহণ*/*খারিজ করা হল। [১৮*/২০*/২৬(৪)[s] নম্বর নিয়ম মোতাবেক] গ্রহণ অথবা [১৭*/২০*/২৬(৪)[s] নম্বর নিয়ম মোতাবেক] খারিজের যেসব কারণ দর্শানো হয়েছে সেসবের বিশদ বিবরণ ঃ

স্থান ঃ তারিখ ঃ	নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের স্বাক্ষর	(নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের শিলমোহর)

[s]নির্বাচক তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশের পরে ধারাবাহিক সংশোধনের সময়ে প্রযোজ্য।

*অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন

ফিল্ডলেভেল অফিসার (যেমন - বিএলও, ডেজিগনেটেড অফিসার, সুপারভাইজারি অফিসার) - এর মন্তব্য

আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার

নিদর্শ ৬-এ প্রদত্ত ** শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী ....- র / এর আবেদনপত্রটির প্রাপ্তি স্বীকার করা হল।

** ঠিকানা ....

তারিখ ....

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের পক্ষে
আবেদনপত্র-গ্রহণকারী আধিকারিকের স্বাক্ষর
(ঠিকানা) ....

** আবেদনকারীকে পূরণ করতে হবে।

আবেদন জানানোর জন্য নিদর্শ-৬ (ফর্ম-৬) কী ভাবে পূরণ করতে হবে সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা

সাধারণ নির্দেশাবলি

কে নিদর্শ-৬ (ফর্ম-৬) এ আবেদন জানাতে পারেন

১। যে-বছরের ১ জানুয়ারিকে ভিত্তি-তারিখ ধরে ভোটার তালিকার সংশোধন হচ্ছে, কোনও ব্যক্তি যিনি এই প্রথমবারের জন্য আবেদন জানাচ্ছেন তাঁর বয়স উক্ত তারিখে ১৮ বছর বা তার বেশি হতে হবে।

২। কোনও ভোটার যিনি তাঁর বর্তমান বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্র থেকে অন্য বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে বসবাসের স্থান পরিবর্তন করেছেন।

কখন নিদর্শ ৬ (ফর্ম-৬)-এ আবেদন জানানো যাবে

১। বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর আবেদন জানানোর জন্য নির্দিষ্টকৃত দিনগুলিতে আবেদন জানানো যাবে। সংশোধনের কর্মসূচি ঘোষিত হলে আবেদনপত্র জমা নেওয়ার দিন-তারিখ জানিয়ে প্রচার চালানো হয়।

২। আবেদন পত্রের কেবল এক কপিই জমা দিতে হবে।

৩। সংশোধনের কর্মসূচি চালু না-থাকলেও সারা বছর ধরেই নাম তোলার জন্য আবেদনপত্র জমা করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে আবেদনপত্রের দু'কপি জমা দিতে হবে।

কোথায় নিদর্শ-৬ (ফর্ম-৬)-এ আবেদন জানানো যাবে

১। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে সংশোধন চলাকালীন যে-বিনির্দিষ্ট স্থান (ডেজিগনেটেড লোকেশন)-এ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেই স্থানে (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যা হল একটি ভোটগ্রহণকেন্দ্র) আবেদনপত্র জমা করা যাবে। এ ছাড়াও, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও) এবং সহকারী নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক (এইআরও)-এর কাছে তা জমা করা যাবে।

২। বছরের যে-সময়ে সংশোধনের কর্মসূচি থাকে না, তখন কেবল সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের কাছেই আবেদনপত্র জমা করা যাবে।

কী ভাবে নিদর্শ-৬ (ফর্ম-৬) পূরণ করতে হবে

১। যে বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে নাম নিবন্ধ করতে চাইছেন, সেই নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের সমীপে আবেদন জানাতে হবে। ফাঁকা জায়গাটিতে নির্বাচনক্ষেত্রের নাম লিখতে হবে।

২। নাম (তথ্যভিত্তিক প্রমাণ সহ)

ভোটার তালিকা এবং সচিত্র-ভোটার কার্ড (এপিক)-এ যে ভাবে নিজের নামটি ছাপা হওয়া দরকার সেই ভাবেই নামটি লিখতে হবে। পদবি ছাড়া পুরো নামটি প্রথম ঘরে এবং পদবি দ্বিতীয় ঘরে লিখতে হবে। পদবি না থাকলে কেবল নামই লিখুন। নাম বা পদবির অঙ্গ হিসাবে বর্ণের উল্লেখের প্রচলন না-থাকলে বর্ণের উল্লেখ করবেন না। শ্রী, শ্রীমতী, কুমারী, খান, বেগম, পণ্ডিত, ইত্যাদি উপাধির উল্লেখের কোনও প্রয়োজন নেই।

৩। বয়স (তথ্যভিত্তিক প্রমাণ-সহ)

যে-বছরের ১ জানুয়ারিকে ভিত্তি-তারিখ ধরে ভোটার তালিকার সংশোধন হচ্ছে, আবেদনকারীর বয়স উক্ত তারিখে ১৮ বছর বা তার বেশি হতে হবে। বছর ও মাসে ভেঙে বয়সের উল্লেখ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০-এর ১ জানুয়ারী বা তার বেশি পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন ব্যক্তিই ২০০৯-এর ১ জানুয়ারিকে ভিত্তি-তারিখ ধরে ভোটার তালিকার সংশোধনের সময় তাঁর নাম তোলার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কিন্তু, ১৯৯০-এর ২ জানুয়ারি এবং ১৯৯১-এর ১ জানুয়ারির মধ্যে জন্মগ্রহণ করলে ২০১০-এর ১ জানুয়ারিকে ভিত্তি-তারিখ ধরে পরবর্তী সংশোধনের সময় তিনি তাঁর নাম তোলার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

৪। লিঙ্গ

সংশ্লিষ্ট ঘরে আপনার লিঙ্গ, যেমন - পুরুষ/নারী, পুরো লিখুন। হিজড়া হলে পছন্দমতো পুরুষ বা নারী লিখতে হবে।

৫। জন্মতারিখ (তথ্যভিত্তিক প্রমাণ সহ)

তারিখ-মাস-সালের ঘরে জন্মতারিখ সংখ্যায় লিখুন।

জন্মতারিখের প্রমাণস্বরূপ যে-সকল প্রমাণ জুড়তে হবে সেসব নিম্নরূপ ঃ

ক) পুর-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধকের জেলা কার্যালয় থেকে প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্র, অথবা ব্যাপ্টি জম সার্টিফিকেট, বা

খ) আবেদনকারী সর্বশেষ যে-বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন সেটি সরকারি-স্বীকৃতপ্রাপ্ত হলে সেই বিদ্যালয় অথবা অন্য কোনও স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্র, বা

গ) অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত এমন আবেদনকারী যাঁর উপরোক্ত কোনও নথি নেই, তাঁকে তাঁর বয়সের সমর্থনে প্রেসক্রাইবড ফরম্যাটে পিতা বা মাতার একটি ঘোষণাপত্র জুড়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটার তালিকায় ঘোষণাকারী পিতা বা মাতার নাম থাকাটা আবশ্যক। আবেদনকারী চাইলে তাঁকে প্রেসক্রাইবড ফরম্যাটের প্রতিলিপি দেওয়া হবে।

লক্ষণীয় ঃ ১৯৮৯-এর ২৬ জানুয়ারী বা তার পরে আবেদনকারী জন্মগ্রহণ করে থাকলে তাঁর ক্ষেত্রে পুর-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধকের জেলা কার্যালয় থেকে প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্রই কেবল গ্রাহ্য হবে।

৬। জন্মস্থান

ভারতে জন্মগ্রহণ করে থাকলে অনুগ্রহ করে গ্রাম/শহর, জেলা ও রাজ্যের নাম উল্লেখ করবেন।

৭। সম্পর্কিত ব্যক্তির নাম

আবেদনকারী একজন অবিবাহিত নারী হলে, পিতার/মাতার নাম উল্লেখ করতে হবে। আর বিবাহিত নারী হলে স্বামীর নাম উল্লেখ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন।

৮। সাধারণ ভাবে বসবাসের স্থান

আপনি যে-ঠিকানায় সাধারণ ভাবে বসবাস করেন, সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় সেই ঠিকানা-সহ নিজের নাম তোলার জন্য পিনকোড সহ ঠিকানাটি পুরো লিখুন।

সাধারণভাবে বসবাসের স্থানের প্রমাণস্বরূপ যে-সকল নথির প্রতিলিপি জুড়তে হবে সেসব নিম্নরূপ ঃ

ক) ব্যাঙ্ক / কিষাণ / পোস্টঅফিসের কারেন্ট পাসবুক, বা

খ) আবেদনকারীর রেশন কার্ড/পাশপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স/ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার, বা

গ) ওই ঠিকানায় আবেদনকারী বা তাঁর নিকটতম সম্পর্কের কোনও ব্যক্তি, যেমন পিতা/মাতা-এর নামে পাঠানো জলের/টেলিফোনের/বিদ্যুতের/গ্যাস কানেকশনের বিল, বা

ঘ) ওই ঠিকানায় আবেদনকারীকে পাঠানো অথবা তাঁর পাওয়া ডাক বিভাগের চিঠিপত্র।

লক্ষণীয় ঃ ঠিকানার প্রমাণস্বরূপ রেশন কার্ডের প্রতিলিপি দিতে চাইলে তার সঙ্গে উপরোক্ত ধরনের আরেকটি প্রমাণ জুড়ে দিতে হবে।

৯। আবেদনকারীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে তাদের বৃত্তান্ত

নিকটতম সম্পর্কের কোনও ব্যক্তি, যেমন - পিতা/মাতা/সহোদর ভাই/সহোদর বোন/স্বামী/স্ত্রী-র নাম বর্তমান ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে তাঁর নাম ও অন্যান্য বৃত্তান্ত লিখুন। অন্য সম্পর্কের কোনও ব্যক্তি, যেমন - জ্যাঠাতুতো/খুড়তুতো ভাই/ বোন-এর নাম-বৃত্তান্ত লিখবেন না।

১০। ঘোষণা

যে-তারিখ থেকে আপনি বর্তমান ঠিকানায় বসবাস করছেন সেই তারিখটি উল্লেখ করুন। সঠিক তারিখ জানা না থাকলে, বছর ও মাসে ভেঙে বসবাসের সময়কাল উল্লেখ করুন।

আপনার নাম ইতিমধ্যেই অন্য কোনও বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে, পিন কোড-সহ পূর্বের সেই ঠিকানাটি এমনভাবে লিখুন যাতে তার পাঠোদ্ধার সহজসাধ্য হয়।

যদি ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আপনাকে সচিত্র ভোটার কার্ড দেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে কার্ডের (সম্মুখ ভাগে ছাপা) নম্বর এবং (পশ্চাৎ ভাগে ছাপা) প্রদানের তারিখটি নির্দিষ্ট স্থানে উল্লেখ করুন। উপরন্তু, অনুগ্রহ করে কার্ডের উভয় ভাগের স্ব-প্রত্যয়িত ফোটোকপি সঙ্গে জুড়ে দিন।

বিবিধ

অনেক জায়গাতেই ভোটার তালিকায় ভোটারের ছবি ছাপা হয়। আপনি চাইলে ফর্মের সঙ্গে সম্প্রতি তোলা আপনার একটি রঙিন পাসপোর্টসাইজ ছবি জুড়ে দিতে পারেন। ভোটার তালিকায় আপনার ছবি ছাপানো এবং প্রয়োজনে সচিত্র-ভোটার কার্ড তৈরি করার জন্য এই ছবিটি কাজে লাগানো হবে।